The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 16, No. 31, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

কাব্যভাষায় সর্বনাম ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য: প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা

Distinctive use of pronouns in poetic language: The context of Rabindranath Tagore's poetry

শুভেন্দু সাহা*

Abstract : The language of poetry is distinctly marked by its choice of words that are usually not used in cases of prose or spoken form. The words or diction used in this genre are poetic words. In Bengali, it is also applied in pronouns within the class of words. The article delineates the usage of poetic pronouns in Rabindranath Tagore's poetry. This article, written in accordance with the text analysis method, provides an idea about the diversity and distinctiveness of the special forms of pronouns in poetic language.

Key-words: কাব্যভাষা (Poetic language), সর্বনাম (Pronoun), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore), কবিতা (Poetry)

১. ভূমিকা

ভাষার লেখ্যরূপকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা – গদ্যভাষা এবং পদ্যভাষা। পদ্যভাষাকে কবিতার ভাষা বা কাব্যভাষাও বলা যেতে পারে। কাব্যভাষা গদ্যভাষা থেকে যেমন পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ঠিক তেমনি ভাষার কথ্যরূপের সাথেও এর পার্থক্য রয়েছে। কাব্যভাষার সাথে অন্যান্য ভাষাকাঠামোর পার্থক্য সৃষ্টিতে যে সকল ভাষিক অনুষঙ্গ ভূমিকা পালন করে এগুলোকে কাব্যভাষিক উপাদান বলা হয়। কবিতার ভাষায় বিশেষ বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে ধ্বনিগত সঙ্গতি, ছন্দ, অলংকার, রূপক, বক্রোক্তি, শব্দশ্রেণি, লগ্নক, পদাণু, উপসর্গ, প্রত্যয়, শব্দদ্বিত্ব, বর্গ ও বাক্যের কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দশ্রেণিতে এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়, যা বাংলা ভাষার অন্যান্য রূপে ব্যবহৃত হয় না। বিশেষ এই শব্দগুলোকে কাব্যিক শব্দ বলা হয় (সরকার, ২০১২: ২৬৯)। অন্যান্য পদের মতো কবিতার ভাষায়ও বিশেষ কিছু সর্বনাম ব্যবহার করা হয় যা গদ্য বা কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এই সর্বনামগুলো

* Assistant Professor, Department of Bangla, Noakhali Scicnce and Technology University & PhD Fellow, IBS, University of Rajshahi
E-mail: shuvendhu@nstu.edu.bd

ব্যবহারিকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং এগুলোর ব্যবহারে কাব্যভাষাও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে কারণে কবিতায় সর্বনাম ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈচিত্র্য, যা কাব্যভাষার বিশিষ্টতা প্রদান করে তা অনুসন্ধানের উপযোগিতা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার আলোকে কাব্যভাষায় সর্বনাম ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

২. গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলা ব্যাকরণে কাব্যভাষা ও কাব্যভাষিক উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ভাষার কথ্য বা গদ্যরূপে ব্যবহৃত শব্দরূপ নিয়ে সমকালীন ব্যাকরণসমূহে আলোচনা থাকলেও কাব্যভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ নিয়ে আলোচনা নেই বললেই চলে। কাব্যিক সর্বনামের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। কাব্যিক সর্বনামগুলো কবিতার ভাষায় বিশেষ ভাব প্রকাশ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ পদ্য ও গদ্য উভয় ভাষারূপ ব্যবহার করেই কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় বিভিন্ন সময়কার ভাষাকৌশলের পাশাপাশি নিজস্ব ভাষাবোধের চমৎকার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সে কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার আলোকে বাংলা কাব্যভাষায় সর্বনাম ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করার যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলা কাব্যভাষায় সর্বনাম ব্যবহারের বৈচিত্র্য নিরূপনই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। কাব্যভাষায় সর্বনাম ব্যবহারের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণার লক্ষ্য।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

মানববিদ্যা গবেষণায় বিশেষ করে সাহিত্য গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহার রয়েছে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার পাঠ বিশ্লেষণ করেই কাব্যিক সর্বনামের ব্যবহার ও বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে তাই এই গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতির পাঠ বিশ্লেষণ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

৫. কাব্যভাষা

কবিতায় ব্যবহৃত ভাষিক ভিন্নতা বা বৈচিত্র্যই কবিতার ভাষা বা কাব্যভাষা। যে সকল কারণে কবিতার ভাষা কথ্য ও গদ্য ভাষা থেকে আলাদা, তাই কাব্যভাষার মূল উপাদান। কবিতার ভাষাকে আদর্শ ভাষাকাঠামো থেকে বিচ্যুতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন রোমান ইয়াকবসন (Jakobson, 2003: 334-37)। এই বিচ্যুতি ঘটে মূলত ধ্বনিগত সঙ্গতি রক্ষা ও শব্দ ব্যবহারে বৈচিত্র্যের কারণে। কাব্যে শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কবি নিজের শব্দভাণ্ডারকে বেশি প্রাধান্য দেন। কোন শব্দের পরে কোন শব্দ ব্যবহার করবেন

এটা কেবল অভিধান চর্চার ওপরে নির্ভর করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিকটতম ধ্বনিদল, ভাষাবোধ, শিক্ষা, পূর্বসূরিদের প্রভাব এবং প্রতিবেশ দ্বারা কবিরা প্রভাবিত হন। আবার ব্যক্তি ইচ্ছাকেও গুরুত্ব দেন কবিরা। একে 'স্টাইলিসটিক্স চয়েস' বা 'শৈলীগত নির্বাচন' বলা হয়। তবে লুইস মিলিস একে 'রেটরিক্যাল চয়েস' বলে অভিহিত করেছেন (Milic, 1971: 77-78)। অর্থাৎ একটি সাধারণ বাক্যে কোনো শব্দের সমার্থক শব্দ ব্যবহারে অর্থের পার্থক্য না হলেও কবিতার বাক্যে বর্গবিন্যাসে ভিন্নতা থাকে। ফলে কবিতায় শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য পাঠকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একটি বিষয় এখানে কবির কাছে গুরুত্বপূর্ণ; তা হলো – কবিতায় শব্দ ব্যবহার ও বর্গবিন্যাস; যেখানে কবিরা নিজের রেটরিক্যাল চয়েসকে গুরুত্ব দিয়ে কবিতার যথাযথ ভাব বজায় রাখেন। সাধারণভাবে সব ভাষার সাহিত্যেই কাব্যভাষার একটি বিশেষ কাঠামো তৈরি হয়। তবে ভাব ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী তাতে পরিবর্তনও হয়ে থাকে। সেই পরিবর্তন ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থস্তরেও প্রভাব ফেলে।

কাব্যের ভাষার মধ্যে ছন্দ, তাল, মিল, অলংকার, উপমা, উৎপেক্ষা, রূপক, বক্রোক্তি ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। তবে এ ভাষিক উপাদানের সবগুলো ব্যবহার না করেও কবি কবিতা লিখতে পারেন। কবি বা পদকর্তা এখানে স্বাধীনতা ভোগ করেন। অর্থাৎ ভাষা সাধারণভাবে সকলের হলেও, কবির ভাষা তার নিজের। কাব্যে ভাষা ব্যবহারে পূর্বসূরিদের প্রভাব থাকলেও কবিতার বিষয় অনুযায়ী ভাষার ব্যবহারে ভিন্নতা থাকে। এই ভিন্নতা যে কেবল ছন্দ, মাত্রা, মিল বা বিশেষভাবে বললে ধ্বনিকেন্দ্রিক এমনটা নয়। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শব্দ, রূপ, অলংকার ব্যবহারে যেমন ভিন্নতা দেখা যায় ঠিক তেমনি প্রয়োজনভেদে উপভাষিক বৈচিত্র্যও দেখা যায়। তবে তাকে ডায়ালেক্ট না বলে কবির নিজস্বতার কারণে ইডিওলেক্ট বলা যেতে পারে। ইডিওলেক্ট হচ্ছে ব্যক্তি উপভাষা। অর্থাৎ একজন কবি চাইলে তার নিজস্ব ভাষিক কাঠামো তৈরি করে কবিতা লিখতে বা সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। কালভেদেও কবিতার ভাষার নিজস্ব ভাষিক কাঠামোতে পরিবর্তন ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নবজাতক' কাব্যের সূচনায় উল্লেখ করেছেন, 'আমার কাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে (ঠাকুর, ১৯৪০)।'[১] এই পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য যেমন কবিতার ভাববস্তুর, তেমনি ভাষাশৈলীরও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের কাব্যের ঋতু পরিবর্তনের যে উল্লেখ করেছেন তা বাংলা কবিতার গদ্য ভাষিক কাঠামোর দিকে দৃষ্টি দিলেও অনুভব করা যায়। গদ্য কবিতার ভাষা পদ্য থেকে আলাদা হলেও কাব্যের কিছু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের কারণে মুখের ভাষা বা লিখিত গদ্য থেকে আলাদা আবেদন তৈরি করে পাঠক ও শ্রোতার কাছে। এসব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য যা পদ্যরীতি ও গদ্যরীতির কবিতায় রয়েছে, এবং এই ভাষারূপকে কাব্যভাষা বলা হয়। কবিতার বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্য আরো বেশি হয়ে থাকে। গদ্যভাষার সাথে কবিতায় বাক্যের গঠন, বাক্যের ব্যবহৃত বর্গ বিন্যাসসহ নানাবিধ পার্থক্য থাকে। কাব্য অলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট যে – কাব্যের আত্মা যাই হোক, এর শরীর হচ্ছে বাক্য (গুপ্ত, ১৯৪২: ৪)। সুতরাং অর্থসম্পন্ন বাক্য

ছাড়া ছাড়া কাব্যের কোনো মূল্য নেই। কাব্যভাষার যথার্থ বুননে শুধু ধ্বনিগত বা শব্দগত বা বাক্যিক গঠন নয় বরং ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থের যথাযথ সম্মিলনে কবিতার শরীরগঠন ও ভাবসৃজন হয়। কবিতার ভাষার এই বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যকে ভাষাতত্ত্বের বিচারে কাব্যভাষা বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

বাংলা কাব্যভাষায় শব্দরূপের যে স্বাতন্ত্র্য তার মধ্যে সর্বনামও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসম্ভার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কাব্যে ব্যবহৃত সমস্ত ভাষিক কৌশলের চমৎকার ব্যবহার তাঁর উভয় রূপের কবিতাকেই শ্রুতিমধুর ও বিষয় বিবেচনায় বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছে। এর বাইরে ব্যাকরণিক অনুষঙ্গগুলো কীভাবে কাব্যভাষার ভাব ও কাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার ভাষাশৈলী নিয়ে আলোচনা করলে উঠে আসবে।

৬. কাব্যভাষায় সর্বনাম: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা

বিশেষ্যের পরিবর্তে বা বিকল্প হিসেবে বাক্যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্যের মতোই কারক ও বচন ভেদে সর্বনামের রূপের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় (ইসলাম প্রমুখ সম্পা., ২০১২: ১৬৯)। সর্বনাম অনেকক্ষেত্রে বিশেষ্যগুচ্ছ, কিংবা বিশেষ্য স্থানীয় শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় সর্বনাম হিসেবে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় তা হলো– অন্যে, অপরে, অমুক, আপনি, আপনা, আপনাকে, আপনারা, আপনাদের, আমার, আমাদের, আমি, ইনি, উনি, এরা, এঁর, এঁদের, ও, ওগো, ওদের, ওরা, ওহে, ওঁর, ওঁরা, কাকে, কার, কিছু, কী, কে, কেউ, কোথাও, তমুক, তা, তাদের, তার, তারা, তাঁরা, তাহাদের, তিনি, তুই, তুমি, তেমন, তোকে, তোমাকে, তোমার, তোমাদের, তোদের, তোর, নিজ, নিজে, নিজেদের, নিজেরা, পরস্পর, যা, যাদের, যার, যাহাদের, যিনি, যে, যেমন, সে, স্ব স্ব, স্বয়ং ইত্যাদি। এছাড়াও কাব্যভাষায় বিশেষ কিছু সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, যা কথ্য ও গদ্যে ব্যবহৃত হয় না। সর্বনামগুলিকে বেশ কয়েকটি শ্রেণি এবং উপশ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যাকরণে। সময়ভেদে সেই আলোচনার মধ্যে ভিন্নতাও লক্ষ করা যায়।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে পদের মান্যতা ও তুচ্ছতা অনুযায়ী সর্বনামের ব্যবহার হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যবহার বচনভেদে পৃথক হয়। এছাড়া কারক ভেদে সর্বনামের রূপভেদ হয় বলেও উল্লেখ রয়েছে এই গ্রন্থে। ভাষার কথ্যরূপের সাথে লেখ্যরূপে ব্যবহৃত সর্বনামের যে পার্থক্য রয়েছে তাও এই ব্যাকরণগ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়েছে (শহীদুল্লাহ, ১৯৩৫: ৭৭-৮১)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে সর্বনাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সর্বপ্রকার নাম শব্দের স্থলে এই শব্দ ব্যবহার হয় বলে এর নামকরণ 'সর্বনাম' হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামকে তিনি মোট আটটি ভাগে বিভক্ত করে এর রূপভেদ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। যেখানে তিনি

বচন ও কারকভেদে এর ব্যবহারবিধিতে যে পার্থক্য থাকে তা তুলে ধরেছেন। মান্যতা ও তুচ্ছতা নির্দেশক সর্বনাম, সর্বনামের সাথে বিভক্তির সংযোগ, প্রাচীন বাংলায় সর্বনামগুলোর রূপ এবং বাংলা ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিকরূপে সর্বনামগুলোর ব্যবহার কীরূপ তাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি। এই গ্রন্থে কথ্যভাষিক বা গদ্যভাষিক সর্বনামের সাথে কাব্যভাষিক সর্বনামের যে পার্থক্য রয়েছে তার আভাসও পাওয়া যায় (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪৫: ২৪৫-৬১)।

সাম্প্রতিক সময়ে রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থগুলোতেও সর্বনামকে পক্ষ, বচন, মর্যাদা, নৈকট্য, কারক, লিঙ্গ ও সজীবতা বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে (টমসন, ২০২১: ১০৫)। আবার এই ভাগগুলোকে উপবিভাগ করে আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবাচক বা সম্বোধনবাচক (আমি, তুমি, আমাকে, তোমাকে, তাকে, সে, ইনি, এঁনাকে, ওঁনার, ইত্যাদি), আত্মবাচক সর্বনাম (নিজ, স্বয়ং, স্ব স্ব), নির্দেশক সর্বনাম (এটা, এটি, এগুলো, ওটা), অজীব সর্বনাম (তা, তাতে), সংযোগবাচক সর্বনাম (যে, যা, যার), প্রশ্নবাচক সর্বনাম (কে, কারা, কার), অনির্দিষ্ট সর্বনাম (কেউ, কিছু, কাউকে), সাপেক্ষ সর্বনাম (যার-তার, যা-তা) ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে (ইসলাম প্রমুখ সম্পা., ২০১২: ১৬৯-৭৩; টমসন, ২০২১: ১০৪-১০)। উল্লেখিত সর্বনামগুলোর মধ্যে কিছু সর্বনামকে বৃহৎ আঙ্গিকে তর্জনী সর্বনাম (সে, ও, এ, তিনি, ইনি, উনি, তাঁরা, এঁরা ইত্যাদি) হিসেবেও বিশ্লেষণ করা যায় (টমসন, ২০২১: ১০৯-১০)।[২]

সর্বনামের এই প্রকার ও প্রয়োগ নিয়ে বৈয়াকরণগণ বিস্তারিত আলোচনা করলেও কবিতার ভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ সর্বনাম নিয়ে আলোচনা নেই। অর্থাৎ ব্যাকরণ গ্রন্থে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে প্রমিত কথ্য বা গদ্য ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম। কিন্তু কাব্যভাষায় অন্য শব্দশ্রেণির মতো কিছু বিশেষ সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, যা কথ্য বা গদ্যে ব্যবহৃত হয় না। কবিতার ভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ এই সর্বনামগুলোর ব্যবহার বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করার উপযোগিতা রয়েছে। কথ্য বা গদ্যভাষায় বিবিধপ্রকার সর্বনামের যে ব্যবহার হয়, কবিতার ভাষায় সেই সর্বনামগুলোর অধিকাংশই ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে কবিতায় সর্বনাম হিসেবে কিছু বিশেষ শব্দ ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যা কথ্য বা গদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না।। এই বিশেষ সর্বনামগুলোকে আমরা কাব্যিক সর্বনাম বলে আখ্যায়িত করতে পারি। এদের মূল কাজ হলো বিশেষ্য বা বিশেষ্যবর্গের পক্ষে কাজ করা। এটিও কাব্যভাষার একটি বৈশিষ্ট্য, যার ফলে কাব্যভাষা কথ্য ভাষা ও গদ্য ভাষা থেকে পৃথক হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় এমন অনেক সর্বনামের ব্যবহার রয়েছে। এই অংশে শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যভাষায় ব্যবহৃত হয় এমন সর্বনাম, এর প্রয়োগ, বৈচিত্র্য ও প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হলো। কাব্যভাষায় তিনি যে বিশেষ সর্বনামগুলো ব্যবহার করেছেন সেগুলো হলো: অয়ি, আপনা, মম, তব, মোর, মোদের, তার/তাদের/তাহাদের, তারে/তাহারে, ও, মোয়, হমার, মুঝকো, তু/তুঝ/তুঁহু, ওহে,

এবং সো।

৬.১ অয়িঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বহুল ব্যবহৃত একটি সর্বনাম হলো – 'অয়ি'। এটি সম্বোধনসূচক শব্দ। কবিতার ভাষায় ও/ওহে/ওগো সম্বোধন বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এটি স্নেহসূচক সম্বোধন বিশেষ। যদিও প্রণয়সূচক সম্বোধন হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়। একে তর্জনী সর্বনাম হিসেবে উল্লেখ করতে পারি (টমসন, ২০২১: ১০৯)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৬৩ সালে প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন (বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান [বিবাঅ],"অয়ি," ভুক্তি: ২০১৩)। গদ্য বা মুখের ভাষায় এর ব্যবহার নেই। সেই বিবেচনায় 'অয়ি' সর্বনামটিকে কাব্যভাষার বিশেষ উপাদান বলা যেতে পারে। যেমন –

অয়ি প্রশান্তহাসিনী
অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।
(চিত্রা, চিত্রা)

কবিতাংশে 'অয়ি' শব্দটি তর্জনী সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা প্রশান্তহাসিনী বিশেষ্যের পূর্বে সম্বোধন করতে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ওহে' বা 'ওগো' সম্বোধনে এটি ব্যবহৃত হয়েছে কবিতায়। মূলত তর্জনী সর্বনাম হিসেবে 'অয়ি' কর্তা কারক ও সম্বন্ধ কারকের বেলায় সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, পাশাপাশি বিশেষ্যের পূর্বে গুণবাচক বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয় (টমসন, ২০২১: ১১০)। কবিতায় অনেক সর্বনামের সাথে বিভক্তির ব্যবহার থাকলেও রবীন্দ্রনাথ 'অয়ি' সর্বনামের সাথে কোনো কবিতাতেই বিভক্তি যোগ করেননি। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় 'অয়ি' সর্বনামটিকে মিলকরণের অনুষঙ্গ হিসেবেও কাজে লাগিয়েছেন তাঁর একটি অনুবাদ কবিতায়। মূল কবিতাটির লেখক Heinrich Hein। রবীন্দ্রনাথের[৩] ভাষায় –

গানগুলি মোর বিষেঢালা,
কী হবে আর তাহা বই?
বুকের মধ্যে সর্প আছে,
তুমিও সেথা আছ অয়ি!
(অনুবাদ কবিতা, গানগুলি মোর বিষে ঢালা)

এখানে 'বই' শব্দটি 'ব্যাতীত' বা 'ছাড়া' অর্থ নির্দেশ করেছে। 'বই' শব্দটির সাথে ধ্বনি সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ সর্বনাম হিসেবে 'অয়ি' ব্যবহার করেছেন। তবে এক্ষেত্রে বাক্যে মধ্যস্থিত সর্বনামের অবস্থানগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সর্বোপরি কাব্যভাষায় ব্যবহৃত 'অয়ি' একটি বিশেষ সর্বনাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'অয়ি' সর্বনামটি কবিতায় ঘনিষ্ঠতা নির্দেশ করে।

৬.২ আপনাঃ আপনার (নিজের) অর্থে আপনা শব্দটি ব্যবহার হয়। মূলত 'আপনার'

শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ এটি। আপন বা স্বয়ং অর্থে 'আপনা' শব্দটি বাংলা কাব্যভাষায় ব্যবহার হয়েছে মধ্যযুগে। সেই বিবেচনায় এটি কবিতার ভাষায় ব্যবহৃত একটি আত্মবাচক সর্বনাম। ১৪৫০ সালে বড়ু চণ্ডীদাসের লেখায় 'আপণ', 'আপণে', 'আপণা', 'আপণেঞি' এবং 'আপণার' হিসেবে এই সর্বনামের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ১৪৬০ সালে 'আপনহি' নামে এই সর্বনামের ব্যবহার করেন বিদ্যাপতি ([বিবাঅ], "আপনা, আপণ, আপণে, আপণা, আপণেঞি, আপণার, আপনহি" ভুক্তি: ২০১৩)। বানানে বৈচিত্র্য থাকলেও ভাব প্রকাশে এই শব্দগুলো 'আপন' বা 'নিজ' সর্বনামকটিকেই উপস্থাপন করে। নিজ বা আপনার অর্থে 'আপনা' সর্বনামটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অসংখ্য গান ও কবিতায় ব্যবহার করেছেন। যেমন –

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক বিশ্ববাজনা
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে **আপনা**।
(সোনার তরী, বিশ্বনৃত্য)

এখানে দুটি বিষয় লক্ষ করা যায়। এক. আত্মবাচক সর্বনাম হিসেবে 'আপনা' শব্দটির ব্যবহার। দুই. 'বাজনা' শব্দটির সাথে মিলকরণের অংশ হিসেবে 'আপনা' শব্দের ব্যবহার। যদিও ব্যাকরণিক শুদ্ধতার নিরিখে মিলটি অসম্পূর্ণ। তবে শেষের মুক্তদলান্তিক মিল বিচারে এটি তিন দলান্তিক মিলের অন্তর্ভুক্ত হবে। মাঝের ধ্বনিতে ব্যঞ্জনে নৈকট্য না থাকায় মিলটি অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আপনা' শব্দটি অসংখ্য গান ও কবিতার পাশাপাশি গদ্য সাহিত্যেও ব্যবহার করেছেন। তবে গদ্যে ব্যবহারের সময় তিনি অধিকাংশ লেখায় 'আপনা' শব্দটির সাথে সহচর শব্দ হিসেবে 'আপনি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম তার অসংখ্য গান ও কবিতায় 'আপনা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সর্বনাম হিসেবে 'আপনা' শব্দটি কাব্যভাষার একটি বিশেষ উপাদান।

৬.৩ মম: 'মম' সর্বনামটি ১৬০০ সালে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রথম ব্যবহার করেন ([বিবাঅ], "মম" ভুক্তি: ২০১৩)। এটি কবিতার ভাষায় ব্যবহৃত একটি আত্মবাচক সর্বনাম। যার অর্থ আমার বা নিজ। রবীন্দ্রনাথ রচিত গান ও কবিতায় 'মম' শব্দটি একটি আলাদা মাত্রা পেয়েছে। যেমন –

তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম-গগন-বিহারী!
(কল্পনা, মানসপ্রতিমা)

রবীন্দ্রনাথের পরেও অনেক কবি এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কাব্যভাষায় বহুল ব্যবহৃত এই সর্বনামটি কথ্য বা গদ্যভাষায় ব্যবহৃত হয় না। ফলে এটিও কবিতার ভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিলকরণ এবং সুরের শৃঙ্খলা বজায় রাখার

জন্যও 'মম' সর্বনামটি ব্যবহার করেছেন। যেমন –

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে **মম**
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম

এখানে /মম>সম/ মিলকরণ করা হয়েছে। বাংলা কাব্যে মিলচর্চার এটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৬.৪ তব: তোমার অর্থে 'তব' সর্বনামটি কাব্যভাষায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে 'তব' শব্দটি বাংলা সাহিত্যে অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। চর্যাপদের **২১** নং পদে /তব সে মুষা উঞ্চল পাঞ্চল/ 'পর্যন্ত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া মালাধর বসু 'তপস্যা' অর্থে /এই হৃদে তব তিহোঁ কৈল চিরকাল/ এই শব্দটি ব্যবহার করেন। 'তোমার' অর্থে সর্বপ্রথম 'তব' সর্বনামটি ব্যবহার করেন রূপরাম চক্রবর্তী –/তব পদে লইল শরণ/ ([বিবাঅ], "তব" ভুক্তি: ২০১৩)। শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান এবং কবিতায় অসংখ্যবার ব্যবহার করেছেন। যেমন –

কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে।
(উৎসর্গ ১৬)

কবিতার ভাষায় ব্যবহৃত 'তব' সর্বনামটিকে ব্যক্তিবাচক ও সম্বোধন বাচক সর্বনামের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গানে ধুয়া, তাল ও সুরারোপের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি বহুবার ব্যবহার করেছেন। তাঁর গান ও কবিতায় কাব্যভাষিক যে উপাদানগুলো বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে তার মধ্যে 'তব' শব্দটি একটি। কবিতায় 'তব' সর্বমানটি ঘনিষ্ঠ ও মানী উভয় ভাব প্রকাশ করে।

৬.৫ মোর: আমার অর্থে 'মোর' সর্বনামটি ব্যবহার করা হয়। এটি একবচনে বক্তাপক্ষকে তুলে ধরে এমন একটি সর্বনাম যা কবিতার ভাষায় বেশি ব্যবহৃত হয়। বাংলা কাব্যভাষায় 'মোর' শব্দটি বিশেষ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস এটি ব্যবহার করেছেন 'ময়ূর' অর্থে /রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে/ ([বিবাঅ], "মোর" ভুক্তি: ২০১৩)। বাংলা ভাষার উপভাষিক বৈচিত্র্য হিসেবে 'মোর' এটি ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে বরিশাল অঞ্চলের ভাষায় 'মোর' শব্দটি সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতা ও গানে 'মোর' শব্দটি দ্বারা সর্বনামের উৎকৃষ্ট প্রয়োগ করেছেন। যেমন –

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
(গীতালি ২৮)

রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতায় একই পঙ্‌ক্তিতে 'মোর' ও 'আমার' সর্বনাম ব্যবহার করেছেন এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন – /ভেঙে **মোর** ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে **আমারে/**।

৬.৬ মোদের: 'মোদের' সর্বনামটি কবিতায় ব্যবহৃত একটি বিশেষ সর্বনাম যা 'আমাদের' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। মূলত এটি 'মোর' শব্দটির বহুবচন নির্দেশ করে। বাংলা ভাষার উপভাষিক শব্দ হিসেবে এই শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। বক্তাপক্ষ বহুবচন নির্দেশক সর্বনাম হিসেবে কবিতার ভাষায় 'মোদের' শব্দটি ব্যবহার হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্যভাষায় বিশেষ করে বাউল ঘরানার গানে 'মোদের' শব্দটি অনেক ব্যবহার করেছেন। যেমন –

মোদের কিছু ঠিক-ঠিকানা নাই,
আমরা আসি, আমরা চলে যাই।
(খেয়া, মেঘ)

৬.৭ তারে/তাহারে: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় 'তারে' এবং এর সাধুরূপ 'তাহারে' দুটো সর্বনামই ব্যবহৃত হয়। যদি ভাষার এই শ্রেণিবিন্যাস কথ্য প্রমিত ও লেখ্য প্রমিত বলেও বিবেচিত হতে পারে। এটি যে কেবল কবিতার ভাষায় ব্যবহৃত হয় এমন নয় বরং ভাষার কথ্য এবং গদ্যরূপেও শব্দ দুটির ব্যবহার দেখা যায়। তবে কবিতার ভাষায় এর ব্যবহার বৈচিত্র্যপূর্ণ। এটি অন্যপক্ষ (প্রথম পুরুষ) সর্বনামের উদাহরণ। যেমন –

তন্দ্রাহীন যে- মহিমা যাত্রা করে রাত্রির আঁধারে
নমস্কার জানাই **তাহারে**।
(বীথিকা, বিরোধ)

উল্লেখিত কবিতাংশে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো– শুধু সর্বনাম হিসেবে নয় 'তাহারে' শব্দটি 'আঁধারে' শব্দটির সাথে মিলকরণেও অংশ নিয়েছে। কবি চাইলে 'তারে' লিখতে পারতেন। কিন্তু তিন দলান্তিক মুক্ত মিল বজায় রাখার জন্য 'তাহারে' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটি অন্যপক্ষ সাধারণ অচিহ্নিত সর্বনাম (যা একবচন নির্দেশ করে) এটি কবিতার ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো – কবিতার ভাষায় 'তারে' সর্বনামটি ঘনিষ্ঠ বা সাধারণ সর্বনাম হিসেবে বসে এবং 'তাহারে' মানী সর্বনাম হিসেবে কাজ করে। আলোচ্য কবিতাংশে 'তাহারে' মানী সর্বনাম। এরকমভাবে 'যারে' এবং 'যাহারে' সর্বনামের ব্যবহারও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় রয়েছে। যেমন –

যে আসিয়া ছিনু অন্যমনে,
যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নের কোণে
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারি নি।
(বলাকা ৪২)

৬.৮ তাদের/তাহাদের; যাদের/যাহাদের: এই সর্বনাম দুটোও কবিতার ভাষার মতো কথ্য ও গদ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তবে কবিতার ভাষায় এর ব্যবহারে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। এটি অন্যপক্ষ সর্বনামের উদাহরণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি বহুবচনে মানীপক্ষ নির্দেশ

করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য ও কাব্যে এই সর্বনামগুলোর ব্যবহার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একই কবিতায় ভাষার ভিন্নরূপের এই সর্বনামের ব্যবহার করেছেন। যেমন –

ক) হে মোর দুর্ভাগা দেশ, **যাদের** করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে **তাহাদের** সবার সমান!
(গীতাঞ্জলি ১০৮)

খ) তোমার আসন হতে যেথায় **তাদের**
দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে
অবহেলে।
(গীতাঞ্জলি ১০৮)

গ) মৃত্যুঞ্জয় **যাহাদের** প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়
(জন্মদিনে ১৮)

উল্লেখিত ক উদাহরণে রবীন্দ্রনাথ 'যাদের' এবং 'তাহাদের' সর্বনাম দুটি ব্যবহার করেছেন। তিনি এখানে 'তাদের' শব্দটি ব্যবহার না করে 'তাহাদের' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কবিতার ভাষায় এই ব্যবহার গ্রহণযোগ্য হলেও গদ্যে এমনটা হতো না। আবার খ উদাহরণটিও একই কবিতার পঙ্‌ক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি 'তাহাদের' শব্দটি ব্যবহার না করে 'তাদের' শব্দটি ব্যবহার করলেন। দুটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, কবিতায় ভাষা ব্যবহারে কবি বিশেষ স্বাধীনতা ভোগ করেন। গ উদাহরণটিতে কবি লেখ্য প্রমিত হিসেবে 'যাহাদের' এবং 'তাহাদের' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। এই কবিতাংশগুলোয় ব্যবহৃত সর্বনামগুলো মানী সর্বনাম হিসেবে ভাব প্রকাশ করেছে।

৬.৯ ও/ওগো: বাংলা ভাষায় 'ও' একটি ধ্বনি এবং শব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। শব্দ হিসেবে এটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলা বাক্যে 'ও' যোজক,[৪] বলক,[৫] এবং সর্বনাম হিসেবে কাজ করে। কবিতার ভাষায় 'ও' সবথেকে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তর্জনী সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অসংখ্য কবিতায় 'ও' সর্বনামটি ওহে/ওগো অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন –

ও কে হোথা গান গায়, প্রাণ কেড়ে নিয়ে যায়
ও কী শুনি অমিয়-বচন।
(প্রভাতসঙ্গীত, পুনর্মিলন)

এখানে ও সর্বনামটি মানী ভাব প্রকাশ করে। আবার কবিতায় ওগো সর্বনামটি বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসংখ্যবার ব্যবহার করেছেন। যেমন –

প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব নয়ন মেলিয়া
ওগো অন্তর্যামী।

(নৈবেদ্য ৩)

এখানে ভাবের ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে 'ওগো' সর্বনামটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৬.১০: ওহে: 'ওহে' একটি সম্বোধন সূচক শব্দ এবং তর্জনী সর্বনাম। এই সর্বনাম গদ্যভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। তবে কবিতার ভাষায় এর ব্যবহার বেশি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্য ও পদ্য উভয় ভাষিকরূপেই 'ওহে' সর্বনামটি ব্যবহার করেছেন। কবিতায় 'ওহে' সর্বনামটি ঘনিষ্ঠতা নির্দেশ করে। যেমন –

ওহে নবীন অতিথি,
তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
(শিশু, নবীন অতিথি)

৩.১১ হমার: 'হমার' শব্দটিকে বাংলা কাব্যভাষার বিশেষ শব্দ বলা যেতে পারে। কাব্যে সময় অনুযায়ী শব্দটির বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতি ১৪৬০ সালে 'হম' শব্দটি আমি অর্থে এবং 'হমার' শব্দটি আমার অর্থে ব্যবহার করেছেন (অবনত আনন কএ হম রহলিহু)। মধ্যযুগের সাহিত্যে 'আমার' অর্থ বোঝাতে 'হমর' ও 'হমারি' এবং 'আমি' অর্থ বোঝাতে 'হমে' বা 'হাম' শব্দটির ব্যবহারও লক্ষ করা যায় ([বিবাঅ], "হমার, হমর, হমারি, হমে, হাম" ভুক্তি: ২০১৩)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যগ্রন্থে 'হমার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কাব্যগ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ভাষিক কাঠামো। এই কাব্যে বাংলা ও মৈথিলী ভাষার মিশ্রণ রয়েছে, যা 'ব্রজবুলি' নামে পরিচিত। মধ্যযুগে বিদ্যাপতি এই ভাষায় পদ রচনা করেছেন। কাব্যগ্রন্থটিতে কিছু সর্বনামের ব্যবহার রয়েছে যা কথ্য বা গদ্য ভাষায় নেই। এমনকি এই সর্বনামগুলো রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্য কাব্যগ্রন্থেও ব্যবহার করেননি। তেমনই একটা সর্বনাম – হমার (আমার)। এটি একটি আত্মবাচক সর্বনাম। যেমন –

মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি,
হমার মুখ'পর চাও রে!
(ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৬)

৩.১২ মুঝকো: 'মুঝকো' হিন্দি ভাষাতে ব্যবহৃত একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। এটি মূলত মৈথিলী শব্দরূপ, যার অর্থ 'আমাকে'। এটিও একটি আত্মবাচক সর্বনাম। বাংলা ভাষায় এর ব্যবহার নেই। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এটি ব্যবহার করেছেন। যেমন –

জানয়ি **মুঝকো** অবলা সরলা
ছলনা না কর শ্যাম।
(ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৫)

মধ্যযুগের সাহিত্যে ১৫৮০ সালে 'আমাকে' অর্থে 'মুঝে' শব্দটির ব্যবহার করেছেন বৃন্দাবন দাস /মুঝে নাহি ছোড়ে নন্দলাল কোন পাকে/। এরকমভাবেই 'মুঞ' শব্দটিও

বাংলা কাব্যভাষায় সর্বনাম হিসেবে 'আমাকে' অর্থ নির্দেশ করে ([বিবাঅ], "মুঝে, মুঝকো, মুঞ" ভুক্তি: ২০১৩)।

৬.১৩ তু/তুঝ/তুঁহু: 'তু/তুঁহু' মূলত 'তুমি' অর্থে এবং 'তুঝ' 'তোমার' অর্থে ব্যবহৃত সর্বনাম। এগুলো তর্জনী সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় 'তু' সর্বনামটির ব্যাবহার চর্যাপদ থেকেই রয়েছে /কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডলী/ [চর্যা ১৮]। বাংলায় তু/তুই মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয় /জাইবার বাসনা তুই ছাড়হ ওয়ালি/ আবার মধ্যম পুরুষের স্নেহার্থক রূপ পাওয়া যায় নজরুলের লেখায় /তুই নাকি খুব ভালো কবিতা লিখেছিস/। এরকমভাবে 'তুঝে' শব্দটি দিয়ে 'তোমাকে' নির্দেশ করে পদ লিখেছেন বৃন্দাবন দাস /তুঝে দান দিব সব ভূপকো নিকটে/। আবার 'তুঁহার' শব্দটি 'তোর' অর্থ নির্দেশ করে পদ রচনা করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস /লাজ নাহিক কানাঞি বদনে তুঁহার/। 'তুঞি' শব্দটি 'তুমি' অর্থ নির্দেশ করে পদ রচনা করেছেন বৃন্দাবন দাস /বৃক্ষ দ্বারে কৃপা করো সেহ শক্তি তুঞি/। 'তুয়া' শব্দটি তোমার অর্থে প্রথম ব্যবহার করেছেন বৃন্দাবন দাস /নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান/। তোমার অর্থে 'তুঅ' শব্দটির মধ্যযুগের সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। 'তুঁহু' শব্দটি সর্বনাম হিসেবে 'তুমি' অর্থে ব্যবহার করেছেন বিদ্যাপতি /তুঅ ডরে ইহ সব দূরহি পলাএল তুঁহু পুন কাহি ডরাসি/। আবার তুমি অর্থে 'তুহ' শব্দটির ব্যবহারও লক্ষ করা যায় রামপ্রসাদের লেখায় /হাম কৃশোদরী, পুরুষ কেশরী কৈসে সম তুহ সঙ্গ/ ([বিবাঅ], "তু, তুঝ, তুঁহু, তুঞি, তুয়া, তুঅ, তুহ" ভুক্তি: ২০১৩)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যে এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। হুবহু না হলেও এ সকল শব্দ ব্যবহারে তিনি যে তাঁর মধ্যযুগের কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা অনুমান করা যায়। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যের বিভিন্ন পদে এই সর্বনামের ব্যবহার রয়েছে। যেমন –

যুগযুগসম কত দিবস বহয়ি গল,	শ্যাম **তু** আওলি না	(ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৬)
লেশ হাসি **তুঝ** দূর করল রে	সকল মানঅভিমান।	(ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৬)
কপট, কাহ **তুঁহু** ঝূট বোলসি,	পীরিত করসি **তু** মোয়?	(ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৫)

৬.১৪ মোয়: 'মোয়' শব্দটির ব্যবহারও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যগ্রন্থেই পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে শব্দটি ব্যবহারের আধিক্য রয়েছে। শব্দটি 'মোর' অর্থে ব্যবহৃত সর্বনাম, যা একবচনে বক্তাপক্ষকে তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় মিলকরণে 'মোয়' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। যেমন –

নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি **মোয়**!
(ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২০)

৬.১৫ সো: 'সো' শব্দটি 'সে' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি সম্বোধনসূচক সর্বনাম। এই শব্দটি সর্বনাম হিসেবেই প্রথম ব্যবহৃত হয় চর্যাপদে। চর্যাপদের ২০ নং পদে / জো এথু

বুঝএ সো এথু বীরা/ এর ব্যবহার রয়েছে। ১৬৫০ সালে বাহারম খান একে ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবেও ব্যবহার করেছেন /যো নব জলধর সো হম ভঙ্গবর/। ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে এর অর্থ হয়েছে 'সেরূপ' ([বিবাঅ], "সো" ভুক্তি: ২০১৩)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যে এই সর্বনামটি ব্যবহার করেছেন। সর্বনামটি ঘনিষ্ঠতা নির্দেশ করে। যেমন –

বোল তো সজনি, মথুরাঅধিপতি
সো কি হমারই শ্যাম?
(ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৮)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্যভাষায় শুধু বিশেষ সর্বনামের ব্যবহার করেছেন তা নয়। বরং বিষয়বস্তু, ধ্বনিগত সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে তিনি সর্বনামের সাথে বিভক্তি ও বলক লগ্নকের ব্যবহার করেছেন। যেমন –

ক) আপনা**কে** এই জানা আমার ফুরাবে না
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা
(গীতিমাল্য ৮৪)

খ) ক্ষুদ্র আপন মাঝে পরম আপন রাজে,
খুলুক দুয়ার তারি
দেখি আমার ঘরে চিরদিনের তরে
সে মোর আপনার**ই**।
(স্ফুলিঙ্গ ১৭)

উল্লেখিত কবিতাংশের প্রথমটিতে 'আপনা' সর্বনামের সাথে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। কবিতায় সর্বনামের সাথে কে, রে, এ, য় বিভক্তি হয়। এটা কথ্য বা লেখ্য প্রমিত ভাষার অনুরূপ। আবার দ্বিতীয় কবিতাংশটিতে 'আপনার' সর্বনামটির সাথে 'ই' বলক ব্যবহার করে নিশ্চয়ন করা বুঝিয়েছে। এখানে 'ই' বলকটি মিলকরণেও ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় সর্বনামের সাথে 'ও' বলকের ব্যবহারও করেছেন।

৭. প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা

কবিতার ভাষায় অন্যান্য ভাষিকরূপের মতো সর্বনাম ব্যবহারও যে বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারে এই প্রবন্ধে কাব্যিক সর্বনাম বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত বিশেষ সর্বনামগুলো সাহিত্যধারার সূচনালগ্ন থেকেই হয়ে আসছে। কালের পরিক্রমায় এই বিশেষ সর্বনামগুলোর রূপেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনে কবিরা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন আবার নতুন করে শব্দ সৃষ্টিও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় বিভিন্ন সময়কালের ভাষারূপ অনুসরণ করার কারণে তাঁর কাব্যে ভাষিক বৈচিত্র্য তুলনামূলক বেশি, যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় সর্বনাম ব্যবহার বিশ্লেষণ করলেও অনুধাবন করা সম্ভব। তিনি সর্বনামগুলোকে মিলকরণের অনুষঙ্গ হিসেবেও ব্যবহার করেছেন, ফলে কাব্যভাষা পাঠক ও শ্রোতার কাছে শ্রুতিমধুর ও

আগ্রহব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে। এছাড়া একই শব্দকে (যেমন – ও) ভিন্ন ভিন্ন রূপে (সর্বনাম, যোজক, বলক) হিসেবে ব্যবহার করেও রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শব্দের যে বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য রয়েছে, তা তুলে ধরেছেন। একই সর্বনাম সাধারণ, ঘনিষ্ঠ ও মানী ভাব বোঝাতেও ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাষার এই ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে কবিতা বা সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ববহন করে তা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষাকৌশল বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়।

৮. উপসংহার

নামশব্দের বিকল্প হিসেবে সর্বনাম বাক্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ভাষার রূপভেদে সর্বনাম ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তা কবিতার ভাষা বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যায়। অন্যান্য কাব্যিক শব্দের মতো সর্বনামের বিশেষ ব্যবহার কাব্যভাষাকে বৈচিত্র্যময় এবং অন্য ভাষিক রূপ থেকে পৃথক করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্যভাষায় প্রচলিত সর্বনাম ব্যবহার করা ছাড়াও যে কাব্যিক সর্বনামগুলো ব্যবহার করেছেন তা কাব্যে ভাষিক উপাদান হিসেবে বিশেষ ভাব ও ব্যঞ্জনা তৈরি করতে সক্ষম। কাব্যভাষায় ব্যবহৃত এসব সর্বনাম কথ্য বা গদ্য ভাষা থেকে পৃথক হবার কারণ হিসেবে প্রাচীন ভাষারীতির অনুকৃতি, পঙ্‌ক্তির মাত্রা রক্ষা, ধ্বনির মিষ্টতা ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিতার ভাষায় ভাব, ধ্বনিগত সঙ্গতি, ছন্দ, বিষয়বিন্যাস, গানের ক্ষেত্রে ধুয়া, তাল বা সুরারোপেও সর্বনামের যে বিশেষ ব্যবহার থাকতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় ব্যবহৃত বিশেষ সর্বনামের বৈশিষ্ট্য বিচার করলে উঠে আসে। কাব্যভাষায় সর্বনামের বিশিষ্টতা শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ই দেখা যায়, তা নয়। এটি চিরায়ত বাংলা কাব্যভাষারই বৈশিষ্ট্য। হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষার অসংখ্য কবি তাঁদের কাব্যের মধ্যে সর্বনামের বহুমাত্রিক ব্যবহার করেছেন। বাংলা কাব্যভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ সর্বনামগুলো বিশ্লেষণ করলে বাংলা কবিতার ভাষার বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। বর্তমান আলোচনা সেই বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের একটি প্রয়াস মাত্র।

টীকা

[১] তথ্যটি 'নবজাতক' বইটির প্রথম সংস্করণে থাকলেও পরে তা বিভিন্ন সংস্করণে বর্জন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দুখণ্ডে *গীতবিতান*-এর কালানুক্রমিক সূচি প্রকাশ করে গবেষকদের জন্য আবার তথ্যটি তুলে ধরেছেন (প্রথম খণ্ড ১৯৭৬, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৮৫, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত)। ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তীতে বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীতে পুনরায় এই তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।

[২] তর্জনী সর্বনাম হলো একপ্রকার ব্যক্তিবাচক সর্বনাম, যা অজীব সর্বনামের মধ্যেও দেখা যায় আবার ক্রিয়া বিশেষণের কাল, স্থান, দিক, ভাব, ধরন এবং পরিমাপক

হিসেবেও কাজ করে।

[৩] উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ও গান ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

[৪] যোজক বলতে এমন শব্দকে বোঝায় যা দুটি শব্দ, বাক্য বা বর্গকে জুড়ে দেয়। অর্থাৎ একাধিক শব্দ, বর্গ, বাক্যকল্প কিংবা বাক্যকে জুড়ে দেওয়া বা সম্পর্কিত করা যোজকের কাজ। তবে জুড়ে দেওয়া বা সম্পর্কিত করা বলতে কেবল সংযোজনকেই নির্দেশ করে না, বরং বিয়োজন অথবা সংকোচনকেও বোঝায়।

[৫] কোনো শব্দে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার জন্য বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলোতে কিছু লগ্নক ব্যবহৃত হয় যা বলক নামে পরিচিত। বাংলায় বলক হিসেবে -ই, -ও, -তো ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। কবিতায় ভাবের সঙ্গতি রক্ষা এবং ছন্দ ও মিলের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বলকগুলো ব্যবহার করেছেন। ধ্বনিবিজ্ঞানে একে অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তবে কবিতার ভাষায় বলকের ব্যবহার মূলত শব্দে জোর প্রয়োগ এবং বিস্তৃত মনোভাব প্রকাশ করা। বলক যদিও শব্দে জোর দেয়, তবে শেষ পর্যন্ত তা বাক্যিক কাঠামোতেই জোর তৈরি করে।

তথ্যনির্দেশ

ইসলাম, রফিকুল প্রমুখ সম্পা. (২০১২)। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রথম খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

গুপ্ত, অতুলচন্দ্র (১৯৪২)। *কাব্য জিজ্ঞাসা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (১৯৪৫)। *সংক্ষিপ্ত ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স।

টমসন, হানা রুথ (২০২১)। *বাংলা ভাষার বর্ণনা: একটি বিকল্প ব্যাকরণ*, স্বরোচিষ সরকার অনূ.। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১০)। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম-অষ্টাদশ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

মুরশিদ, গোলাম ও স্বরোচিষ সরকার সম্পা. (২০১৩)। *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ (১৯৩৫)। *বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ*। ঢাকা: প্রভেন্সিয়াল লাইব্রেরী।

সরকার, পবিত্র (২০১১)। *গদ্যরীতি পদ্যরীতি*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

—— (২০১২)। "কাব্যভাষার ব্যাকরণ"। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ সম্পা., ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

Jakobson, Roman (2003). "Linguistics and Poetics''. *The Routledge Language and Cultural theory Reader*, Edited by Lucy Burke & et al., Canada: The Routledge.

T. Milic, Louis (1971). "Rhetorical Choice and Stylistic Option''. *Literary Style: A*

Symposium, ed. Seymour Chatman. London: Oxford University Press.